দৈনিক ইনকিলাব

69

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

# শিক্ষাঙ্গন

## কামিল সিলেবাস

"কামিল" মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ক্লাস। এ ক্লাসের একাধিক বিভাগের মধ্যে হাদিসও একটি। অত্র বিভাগে অন্যান্য বিষয়াদি ছাড়া "সিহাহ সিত্তা" বা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থ সিলেবাস হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পঠিত হয়ে আসছে। এ হাদিস গ্রন্থসমূহ প্রত্যেকটি দুই খণ্ড হিসেবে বিভক্ত। তন্মধ্যে সিংহভাগ কামিল ২য় বর্ষের সিলেবাস এবং তা বাংলাদেশের সমস্ত আলীয়া মাদ্রাসাসমূহে প্রচলিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এ ছয়টি বিশাল হাদিস গ্রন্থ প্রতি বছর আদ্যোপান্ত পাঠদান করা হয় এমন আলিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা নিতান্ত কম। তবে গুটিকয়েক আলীয়া মাদ্রাসায় বোখারী ১ম ও ২য় খণ্ড শেষ করার কিছু তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাও যথাযোগ্য ব্যাখ্যাসহ নয়। অর্থাৎ ক্লাসের মধ্যে ১ জন পাঠ করেন অন্যরা শ্রোতা হিসেবে নীরবে শুনেন এবং শিক্ষক বা মুহাদ্দিছ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু বক্তব্য প্রসংগক্রমে উল্লেখ করেন। এতে নামমাত্র শেষ হলেও এ গ্রন্থ সম্পর্কে যথাযথ ও বিশদ জ্ঞান আহরণে সমর্থ হন এমন ছাত্রের সংখ্যা নিতান্তই কম। তবে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মাদ্রাসার তুলনায় এ মাদ্রাসাসমূহের কিছুসংখ্যক ছাত্র হলেও একটা কিছু শিখতে পারে অত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যক্তিগত এবং বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু অন্যান্য মাদ্রাসাগুলোর ছাত্ররা সার্টিফিকেট সর্বস্ব কামিল উত্তীর্ণ হয় সংগত কারণেই।

তাছাড়া, সেহাহ, সিত্তার হাদিসগুলো মাদ্রাসায় প্রথম থেকেই শুরু করা হয় বৎসরের প্রারম্ভে। অথচ হাদিসের প্রায় অধিকাংশ অধ্যায় প্রত্যেক গ্রন্থে উল্লেখিত। সুতরাং একই অধ্যায় প্রত্যেক গ্রন্থে বারংবার পঠিত হয় আর কতেক অধ্যায় সম্পর্কে আদৌ অবগত হবার সুযোগ পায় না ছাত্ররা এ পদ্ধতির পাঠদানে এবং সময়ের অভাবে। যেহেতু অধিকাংশ আলীয়া মাদ্রাসাসমূহে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহের বন্ধসহ বছরের প্রায় অর্ধেক মাদ্রাসা বন্ধ থেকে যায়। আবার কেন্দ্রীয় পরীক্ষার প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস পূর্বে ক্লাস সাসপেণ্ড করা হয় নবাগতদের সুবিধার্থে। পক্ষান্তরে 'পরীক্ষা' নামক দানবের সাথে লড়তে হয় সকল ছাত্রকেই এবং তাতে বিজয় ও সফলকাম হবার জন্য আশ্রয় নিতে হয় এমন এক মাধ্যমের যা সবার নিকট অপছন্দ। অথচ এর কারণ তলিয়ে দেখে তার উপশম করার জন্য এগিয়ে আসার প্রয়োজন মনে করছেন না কেউ।

তাই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে এ বিশাল সিলেবাস সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কামিল হাদিস বিভাগের ছাত্রদের সুষ্ঠু পন্থায় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ ও হাদিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার সুযোগদানে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

কাজী মহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম খান